

গ্রামের শেষ সীমানার প্রাচীন বাড়ি

Amit er Khero khata



সন্ধ্যা নামতেই গ্রামের ধারের রাস্তাগুলো কেমন যেন নীরব হয়ে আসে, আর দূরের সেই প্রাচীন বাড়িটার ছাদ থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাপিয়ে অদ্ভুত এক কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে।



নীলু তার কাঁচা হাতের হারিকেনটা উসকে দিয়ে উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল, যার আলোয় ভাঙা দেয়ালের ফাটলগুলো জীবন্ত সাপের মতো নড়ে উঠছে বলে মনে হয়।



বাতাস হঠাৎ করে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল এবং বাতাসে কিসের যেন একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ ভেসে এল যা বুক কাঁপিয়ে তোলে।



ঘরের ভেতর ঢোকার মুখে পুরনো কাঠের দরজাটা মড়মড় করে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল, যেন বাইরের পৃথিবীর সাথে সব যোগাযোগ চিরতরে কেটে গেল।



ভাঙা মেঝেতে পড়ে থাকা পুরনো একজোড়া নূপুরের ওপর হারিকেনের আলো পড়তেই চারপাশটা যেন হাড় হিম করা এক আর্তনাদে কেঁপে উঠল।



অন্ধকার কোণ থেকে একটা ছায়া ধীরে ধীরে খাড়া দেওয়ালে বড় হতে লাগল, যার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ সরাসরি নীলুর দিকে তাকিয়ে আছে।



নীলু পেছনে ফিরে দৌড়াতে চাইল, কিন্তু তার পা দুটো যেন মাটির সাথে অদৃশ্য শিকড়ে আচ্ছন্ন হয়ে পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে।



ঠিক তখনই চাঁদের আলো মেঘের আড়াল থেকে ঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়ল এবং ঘরের মাঝখানে এক অলৌকিক অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল।



বাতাসের তীব্র ঝাপটায় হারিকেনের শিখাটা নিভে গেল, আর চারপাশের অন্ধকার যেন একটা বিশাল দানবের মতো নীলুকে গ্রাস করে ফেলল।



পরের দিন সকালে গ্রামের লোকজন দেখল পোড়ো বাড়ির দরজা চিরকালের মতো বন্ধ, আর উঠোনে পড়ে আছে নীলুর সেই কাঁচভাঙা হারিকেনটি।